অভিবাসন ও প্রবাসের রাজনীতিতে বাঙ্গালীর সম্পৃক্ততা– প্রেক্ষাপটঃ সিডনী

খন্দকার জাহিদ হাসান

ছোটো হয়ে আসছে এই পৃথিবী। তা বলে গোটা পৃথিবী ক্রমশঃ একটিমাত্র দেশে পরিণত হয়ে যাচ্ছে– এটা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয়ে যায়। তেমন কোনো আলামত এখন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। 'এক গ্রহ- এক দেশ' শুধুমাত্র একটি ভাবাবেগসর্বস্ব স্লোগান হিসেবেই সম্ভবতঃ রয়ে যাচ্ছে।

তারপরও কিন্তু কথা থেকে যায়। আপাতঃদৃষ্টিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বেড়ে চলেছে বলে যতোই মনে হোক না কেন, সেই সঙ্গে বর্তমানে গোটা মানবসভ্যতার বিকাশও কিন্তু জোরেশোরে ঘটে চলেছে। এর প্রধান দুই চালিকাশক্তি হলোঃ ইন্টারনেট ও নিরন্তর অভিবাসন প্রক্রিয়া। সুপ্রাচীন কাল হতেই এই পৃথিবীতে নানা ধরণের অগণিত জাতিগত বিশ্বাস, সংস্কৃতি, প্রথা, লোকাচার, ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি বিদ্যমান। বিশ্বায়নের সুবাদে এই সকল মানবিক বিষয় হালে খুব বেশী মাত্রায় পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন সংস্কৃতি মিলেমিশে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন কিছুর জন্ম দিচ্ছে– ঠিক তা নয়। তবে এর ফলে একটা জিনিস কিন্তু ঘটছে। আর তা হলোঃ দ্রুতবেগে মানব সভ্যতার বিবর্তন। বিশ্বের অসংখ্য কথ্য ভাষা, স্থানীয় সংস্কৃতি ও গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য আজ ক্রমাগতভাবে লুপ্ত হয়ে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে আগামী পৃথিবীতে মানব সভ্যতার আদলটি যে কী রকম হয়ে দাঁড়াবে– তা আগে থেকে আন্দাজ করা নেহায়েতই কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে নিঃসন্দেহে তা দ্রুতবেগে কস্‌মোপলিট্যান বা বিশ্বজনীন রূপই নিচ্ছে।

দ্বীপদেশ এই অস্ট্রেলিয়ার কথাই ধরা যাক। গত কয়েক দশকে এই দেশটির সামাজিক অবকাঠামোতে বিস্তর পরিবর্তন এসেছে। সরকারীভাবে মাল্টিকাল্‌চারালিজ্‌ম্‌ বা বহুসংস্কৃতিবাদকে সাদরে বরণ করে নেয়া হয়েছে। এখন জোরেশোরেই বলা হচ্ছেঃ ''অস্ট্রেলিয়া ইজ আ মাল্টিকাল্‌চারাল কান্ট্রি। অস্ট্রেলিয়া'জ মাল্টিকাল্‌চারাল পলিসি এম্‌ব্রেসেস্‌ আওয়ার শেয়ার্ড ভ্যালুজ অ্যান্ড কাল্‌চারাল ট্র্যাডিশন্‌স্‌।'' অস্ট্রেলিয়ার প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোকের জন্ম হয়েছে অন্য দেশে এবং প্রায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ (যা মোট সোয়া দুই কোটি জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ) ইংরেজী ছাড়াও অপর কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে। মানুষের এই একাধিক ভাষা জানার ব্যাপারটিকে এখন সামাজিকভাবে প্রসংশার চোখে দেখা হচ্ছে। তাকে একাধিক ভাষা শিখতেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্পেশাল ব্রডকাস্টিং সার্ভিস্‌ (এস,বি,এস,)-সহ একাধিক টেলিভিশন চ্যানেল এবং অসংখ্য বেতার কেন্দ্র আজ বহুভাষাভিত্তিক ও বহুসংস্কৃতিভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। চারিদিকে এই যে উদারনীতির খোলা হাওয়া বইছে, একদিন কিন্তু অবস্থা এমন ছিল না। এই উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টির সকল কৃতিত্ব যে কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয় সরকারের– তা কিন্তু নয়। এই সফলতা বিভিন্ন অভিবাসী সম্প্রদায়ের বহুকালের ত্যাগ-তিতীক্ষা আর নানা সঙ্গঠনের অনেক চেষ্টা-তদ্বীর ও অক্লান্ত কর্ম-তৎপরতারও ফসল বটে।

অভিবাসন মানে শুধু স্বদেশ ছেড়ে অন্যদেশে গমন করা নয়। বরং সেই অন্যদেশের মাটিতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। অভিবাসন হর্ষ-বিষাদে ভরা এক জটিল প্রক্রিয়া। প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীমাত্রই এই কথার মর্মবাণী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে থাকেন। তাদের জীবনে অভিবাসনের চেয়ে বড় আর কোনো চ্যালেঞ্জ সম্ভবতঃ হতে পারে

না। নতুন দেশের নতুন পরিবেশে সে দেশের প্রধান জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতঃধারার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ এক নিদারুণ বাস্তবতা। অভিবাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে অভিবাসীর মন এতটাই ভগ্ন থাকে যে, তার সারাক্ষণ মনে হতে থাকেঃ প্রবাসের বাকী জীবন বুঝি তাকে ডোল বা বেকারভাতার ওপর নির্ভর করেই কাটাতে হবে। ক্রমে বিস্তর চড়াই-উৎরাইয়ের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে প্রাপ্তিগুলো তার হাতে আসতে আরম্ভ করে। মানসিক অবসাদ দূর হতে শুরু করে। আশ্রয়, যানবাহন আর কর্মসংস্থানের একটা করে হিল্লে হলে মন তার থিতু হয়। তখন সে নতুন করে ভাবতে বসে। মানুষ এমন এক প্রজাতি, যে সারাক্ষণ নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে।

প্রবাসের মূল স্রোতঃধারার সাথে একীভূত হওয়ার ব্যাপারে অভিবাসীদের প্রচেষ্টার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হলোঃ নতুন দেশের নতুন রাজনীতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। এক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার অপরাপর অভিবাসীদের মতন বাংলাভাষী ও বাংলাদেশী প্রবাসীরাও আজ আর পিছিয়ে নেই। অস্ট্রেলিয়াতে তিন প্রকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকেঃ ফেডার‍্যাল ইলেকশন বা কেন্দ্রীয় নির্বাচন, স্টেট্ ইলেকশন বা প্রাদেশিক নির্বাচন এবং লোকাল গভর্ণমেন্ট ইলেকশন বা স্থানীয় সরকার নির্বাচন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের কার্যকাল তিন বছর। এই দুই প্রকারের নির্বাচনে এখন পর্যন্ত কোনো বাঙ্গালী প্রতিযোগিতা করেননি। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সম্প্রতি তাঁরা প্রতিযোগিতা করতে শুরু করেছেন। নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের কাজের মেয়াদ চার বছর। অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সরকারগুলোর কার্যালয় প্রধানতঃ দুই ধরণেরঃ সিটি কাউন্সিল ও শায়ার কাউন্সিল। জনসংখ্যার দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম প্রদেশ নিউ সাউথ ওয়েল্স্, যার রাজধানী সিডনী। নিউ সাউথ ওয়েল্সে চার বছর আগে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মোট দুজন বাঙ্গালী দাঁড়িয়েছিলেন। আর সেই নির্বাচনে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির প্রার্থী প্রবীর মৈত্র সিডনীর মূল নগরী থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত প্যারাম্যাটা সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর পদে প্রথম বাংলাদেশী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন। নিউ সাউথ ওয়েল্সের সর্বশেষ সিটি কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ শনিবার। এবারে মোট ৮ জন বাঙ্গালী (২ জন পশ্চিমবাংলার বাংলাভাষী ও ৬ জন বাংলাদেশী) প্যারাম্যাটা সিটি কাউন্সিল ও ক্যাম্পবেলটাউন সিটি কাউন্সিলের অধীনে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশী অভিবাসী ১ জন প্যারাম্যাটা সিটি কাউন্সিল এবং পশ্চিম বাংলার অভিবাসী ১ জন ষ্ট্র্যাথফীল্ড সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনী এলাকা থেকে জয়লাভ করেছেন। প্যারাম্যাটা সিটি কাউন্সিলের ভোটে এবার প্রবীর মৈত্র জয়লাভ করতে পারেননি।

এই নিবন্ধের সর্বশেষ এই অনুচ্ছেদে একটি বিশেষ প্রসঙ্গ তুলে ধরার মাধ্যমে উপসংহার টানা হচ্ছে। ক্যাম্পবেলটাউন সিটি কাউন্সিলের আওতাধীন বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা মিন্টোর অধিবাসী জনাব আবুল সরকার এবার উক্ত সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রথম বাংলাদেশী নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই নির্বাচনে তিনি অল্পের জন্য বিজয়ী হতে পারেননি। মোট ২,৬৭১ ভোট পেয়ে তিনি দ্বিতীয় অবস্থানে পৌঁছান। দুঃখজনক ব্যাপার হলোঃ ত্রুটিপূর্ণ নিয়মে ভোট প্রদানের কারণে জনাব আবুল সরকারের পক্ষে নিক্ষিপ্ত মোট ৩৩১টি ভোট বিনষ্ট হয়েছে। এই ৩৩১ জন ভোটার

(সম্ভবতঃ তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশী অভিবাসী) অতি উৎসাহ বা অজ্ঞানতাবশতঃ উক্ত ভোটপ্রার্থীর ব্যালট পেপারের কেবল একটি স্থানের পরিবর্তে একাধিক স্থানে হাঁ-সূচক চিহ্ন প্রদান করায় সেই ভোটগুলি 'খারিজ' বলে বিবেচিত হয়। এর ফলে তাঁর পরাজয়ের ব্যাপারটি পাকাপোক্ত হয়। এই ভোটারদের অর্ধেক জনও যদি ঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তা হলে আবুল সরকার জিতে যেতেন বলে উক্ত প্রার্থী জানান। অস্ট্রেলিয়ার ব্যালট পদ্ধতি বাংলাদেশের মতো মার্কা-সর্বস্ব নয়। ব্যালট পেপারে ভোটপ্রার্থী ও তাঁর দলের নামসহ একাধিক তথ্য থাকে। ভোট প্রদানের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে, যা তেমন জটিল কিছু নয়। ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে ভোটারদের সম্যক জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সিডনী, ২৫/০৯/২০১২

খন্দকার জাহিদ হাসানের আগের লেখাগুলো দেখতে এখানে টোকা মারুন।